স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত
কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী

তারিখ ঃ ১১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

সময় ঃ বেলা ১১ টা

স্থান ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সচিবালয় বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.ccc.gov.bd

নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি
ডেঙ্গু মুক্ত দেশ গড়ি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ডা. শাহাদাত হোসেন মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	১১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১১ টা
স্থান	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষ

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভার সদস্য সচিব সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা তথা নাগরিকসেবাসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত চট্টগ্রামের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সরাসরি পদবি উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে প্রতিনিধি প্রেরণের কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে উল্লেখিত পদের কর্মকর্তা ব্যতিত অন্য কোন পদের কর্মকর্তা প্রেরণের সুযোগ নেই। কারণ কার্যপ্রণালিতে সরাসরি বলা হয়েছে, বর্ণিত কমিটি কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সম্মানী প্রাপ্য হবেন। যেহেতু কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু একেক সভায় একেক জনের উপস্থিত হওয়ারও কোন সুযোগ নেই মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তারপরও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্মকর্তা না এসে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। সভাপতি পরবর্তী সভায় যাতে এরূপ আর না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সচেষ্ট থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি সভার শুরুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত মেমন মাতৃসদন ও জেনারেল হাসপাতালে গঠিত ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট সেলে বিনামূল্যে নাগরিকদের ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য ডা.সরোয়ার আলম ৬ হাজার এন্টিজ্যান কীট উপহারস্বরূপ সভাপতিকে হস্তান্তর করেন। এ সময় সভাপতি নগরীর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এ ধরনের মানবিক ও সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলাদেশের জিডিপি মূলত তিনটি সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। চার নাম্বার সেক্টরকে আমরা পর্যটনখাতের মাধ্যমে উঠিয়ে আনতে পারি। যে পর্যটনখাত দিয়ে আমাদের আশেপাশের সার্কভুক্ত সব দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ছে। অথচ এ পর্যটন খাতকে আমরা সেভাবে বিকশিত করতে পারিনি। চট্টগ্রামকে ঘিরেই পর্যটনখাত গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের কোথাও বিনোদনের জন্য ঘুরতে যেতে চাইলে প্রথমেই কক্সবাজারের কথা মাথায় আসে। এরপর বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি।

সভাপতি আরো বলেন, আমরা যদি চট্টগ্রামের পর্যটনখাতকে বিকশিত করতে পারি তাহলে একদিকে দেশের বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে, অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। চট্টগ্রামের অবকাঠামো খাতকে যদি আমরা উন্নয়ন করতে না পারি তাহলে হয়ত আমরা বাংলাদশেকে বাঁচাতে পারবো না। দেশের অর্থনৈতিক যে একটা চাকা তা সচল করার জন্য চট্টগ্রামকে মনোরম ও সুন্দর করতে হবে।

অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থেই চট্টগ্রামের উন্নয়ন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে সভাপতি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের আয়ের একটি বড় খাত। অথচ চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন জেলায় এ খাতের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করার জন্য যে স্থানে উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে সে জায়গায় বন্দরের টাকা চলে যাচ্ছে। কাজেই চট্টগ্রামের পর্যটন শিল্পকে চিন্তা করে আমাদের আরো অধিকতর কাজ করতে হবে।

এখানে স্পেশাল ইকোনমিক জোন ও কনটইনার ইয়ার্ড আছে। এখানে বন্দরের সক্ষমতা একটা ব্যাপার আছে এবং এখানে ট্রেড সেন্টার আছে। উল্লেখ্য ব্যবসায়ীক হাব হিসেবেও সারাদেশে চট্টগ্রাম অত্যন্ত পরিচিত। কাজেই সব মিলিয়ে ভৌগোলিক কারণে আজকে চট্টগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জোনে আছে।

চট্টগ্রামের নাগরিকসেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সিটি গভর্মেন্ট বা নগর সরকার দাবি করে সভাপতি বলেন, সেন্ট্রাল গভর্মেন্টকে ইতোমধ্যে তিনি বুঝিয়েছেন । চট্টগ্রামের বিভিন্ন সেবাসংস্থার প্রতিনিধি আপনারা যারা এসভায় এসেছেন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আপনারা বলছেন এটা ওটার অনুমতি লাগবে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে অনেক কাজ করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মখীন হচ্ছে। সিটি গভর্মেন্ট যদি থাকতো তাহলে সিটি মেয়র হিসেবে সভাপতি অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

সভাপতি এ বিষয়ে সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের আন্তরিকভাবে সহযোগিতার অনুরোধ জানান।

ক্রম	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে বিন ও ডাস্টবিন স্থাপন :	সভাপতি নগরের রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে কোথাও ময়লা আর্বজনা রাখার জন্য কোন বিন দেখতে পাননি জানিয়ে বলেন, যে কারণে দোকানের আর্বজনাগুলো দোকানদারগণ রাস্তায়, নালায় বা খালে ফেলছে। এতে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, ইতঃপূর্বে দোকান, মার্কেট, ব্যবসায়ী ও নগরবাসীর মাঝে বিনামূল্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন হতে বিন বিতরণ করা হয়েছিল।	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যবসার স্বার্থে রাস্তার পাশের দোকানে বিন রাখা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া খালের পাশে আরসিসি পিলারযুক্ত পাকা ডাস্টবিন স্থাপন করার ব্যবস্থা নিতে প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেন। পাকা ডাস্টবিন স্থাপন না করে প্লাস্টিক বা টেম্পরারি বিন দিলে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য ওয়ার্ডওয়ারী ব্যবসায়ীদের সাথে সচিবের সহযোগিতায় শিঘ্রই মতবিনিময় সভার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রম বিশেষ করে ঝাড়ু কার্যক্রম রাতে সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রমের তদারকি জোরদার করতে ১৪০টি ওয়াকিটকি সেটকে সবসময় সচল রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। চৌকষ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে তাঁর মেধার সর্বোচ্চ দিয়ে পরিচ্ছন্ন	১। প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

			কার্যক্রম পরিচালনা করার আহ্বান জানান। আগামী ১০/১৫ দিন রাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম সরেজমিন তদারকি করতে প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন।	
২	ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ :	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী বলেন, প্রতি ওয়ার্ডে ক্যাম্পেইন, মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে মশার ঔষধ ছিটানো হচ্ছে এবং মশার ঔষদ ছিটানো চলমান আছে। ডেঙ্গুর চিকিৎসায় সভাপতি চসিক পরিচালিত মেমন মাতৃসদন ও জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু ম্যানেজম্যান্ট সেল গঠন করে বিনামূল্যে এনএসওয়ান এনএস এন্টিজেন টেস্ট করার ব্যবস্থাসহ ব্লাড কাউন্ট নির্ণয়ে প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এজন্য প্যাথলজিস্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	সভাপতি ডেঙ্গু মশা নিধনে জন্য মশার ঔষধের গুণগতমান পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে মশার ঔষধ 'মসকুবান' এর পর্যাপ্ত সরবরাহ রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ২। স্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৩	জলাবদ্ধতা নিরসনঃ	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ এ এম হাবিবুর রহমান জলাবদ্ধতা প্রকল্পের অধীনে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৫৭ টি খালের তালিকা পাওয়া যায় মর্মে জানান। তৎমধ্যে ৩৬ টা খালের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এগুলোর কাজ চলমান রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১ টি খালের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা খুবই জটিল। তখন সভাপতি ৩৬ টি খালের চলমান কাজের মধ্যে কয়টি খালের	সভাপতি চট্টগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে জলাবদ্ধতা নিরসনে সব সংস্থা যেমন : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ওয়াসা, বন্দর কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, কর্ণফুলী গ্যাস, বিটিসিএল, পিডিবিসহ সকল সেবা সংস্থাকে সমন্বিতভাবে একযোগে কাজ করতে হবে বলে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি এক সপ্তাহের মধ্যে জলাবদ্ধতা নিয়ে একটি সভা আহ্বান করার সিদ্ধান্তের কথা	১। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ২। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

		সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে জানতে চাইলে এসময় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য জানান যে যে ৩৬ টি খালের চলমান কাজের মধ্যে ১৭ টি খালের কাজ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর সম্পন্ন করেছে, অবশিষ্ট খালের সংস্কার কাজ চলমান। সভাপতি সরেজমিন পরিদর্শনকালে ৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডের কৃষিখাল বর্জ্যে ভরে গেছে বলে সভায় উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন বিগত সময়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের বিরোধের কারণে জলাবদ্ধতার প্রকল্প চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের হাতছাড়া হয়। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী প্রকল্পের কাজ শেষে তা কর্পোরেশনকে বুঝিয়ে দেয়া হবে বলে সভাকে জানান। সভাপতি জলাবদ্ধতা নিরসণে চসিকের সাথে একটি সভার আয়োজনের প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, জলাবদ্ধতা প্রকল্পের অধীনে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মোট ৮০২৬ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বলে চউকের প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের সদস্য (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, জলাবদ্ধতা নিরসনে সিএস, আরএস, বিএস সিট অনুযায়ী খাল সমূহকে চিহ্নিত করার প্রস্তাব করেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত স্লুইচগেটগুলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয় বলে	জানান। এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিবকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি ৫৭ টি খালের ওয়ার্ড ভিত্তিক অবস্থান নিশ্চিত করতে সিডিএ'কে জানাতে বলেন।	

		মন্তব্য করে বলেন, তিনি ইত:পূর্বে এই সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে ছিলেন তাই তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতায় স্লুইচগ্যাট পরিচালনা করার মতো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কোন দক্ষ লোকবল নাই।		
৪	সড়ক সংস্কারঃ	সাম্প্রতিক বন্যা এবং অতিবৃষ্টিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার যে সকল রাস্তা/অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। বন্যা এবং অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় নগরীর বিভিন্ন সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তাসমূহ সংস্কারের অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি ৪১ ওয়ার্ডের কোন স্থানে এবং কোন কোন সড়কের কাজ করা হবে তা জানতে চান, যাতে ২৫০০ কোটি টাকার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের সাথে যেন ওভারলেপিং না হয়। রাস্তা মেরামতের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক নগরীর বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা কাটার কারণে জনভোগান্তি ও দুর্ভোগ হচ্ছে বলে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান। বিশেষ করে জাইকার চলমান পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ প্রকল্পের চলমান কাজের কারণে আগ্রাবাদ ও হালিশহরে প্রায়শঃ যানজটের সৃষ্টি হয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। জবাবে চট্টগ্রাম ওয়াসার ডিএমডি জনাব বিষ্ণু কুমার সরকার এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ২০২৫ এর জুন মাসে ওয়াসার একাজ শেষ হবে। কাজ শেষ হলে রাস্তাগুলো	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহ দ্রুততার সাথে মেরামত করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলীকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি এজন্য কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলীকে পদক্ষেপ নিতে বলেন। সভার সভাপতি ৪১ টি ওয়ার্ডের মেরামতযোগ্য রাস্তার তালিকা করতে নির্দেশ দেন। এছাড়াও ওয়াসা কর্তৃক কর্তন করা রাস্তা মেরামতে তাদের বক্তব্য ও পারিকল্পনা জানতে দ্রুত ওয়াসার সাথে সভা আহ্বান করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ বিষয়ে সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিবকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ দেন।	১। সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

		কর্পোরেশনকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। আশা করি তখন জনদুর্ভোগ লাঘব হবে।		
৫	উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাঃ	সদস্য সচিব বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে অবৈধ স্থাপনা এবং ভাসমান হকার উচ্ছেদ করা হলেও তা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, উচ্ছেদ করে আসার পর পুণরায় তারা সেখানে বসে যায়। ফলে উচ্ছেদ তেমন ফলপ্রসূ হয়না। এক্ষেত্রে উচ্ছেদের পরপর সেখানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েনের বিষয়ে সভাপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। উচ্ছেদের পর সে স্থানে কোন ভাসমান হকার যেন বসতে না পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা যায়। সভায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব চৈতি সর্ববিদ্যা আগ্রাবাদ, পোর্ট কানেক্টিং রোড, নিউমার্কেট ও চট্রগাম বন্দর এলাকায় উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন।	সভার সভাপতি উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রাখতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি পাহাড় কাটা বন্ধে উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। সভাপতি নাগরিকদের নির্বিঘ্নে হাঁটাচলার ব্যবস্থা গ্রহণে ফুটপাতকে অবমুক্ত রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ ছাড়াও ভাসমান ভ্যান দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে ব্যবসা পরিচালনা করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। এস্টেট অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৬	বিপ্লব উদ্যান সবুজ উদ্যানে পরিবর্তন :	নগরের দুই নম্বর গেইটস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধিভূক্ত বিপ্লব উদ্যান নিয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনায় এ উদ্যানের সবুজ প্রকৃতিকে বিগত সময়ে আয় বর্ধনের নামে ধ্বংস করা হয়েছে জানিয়ে সভাপতি বলেন, তিনি এ উদ্যান গত ৭ নভেম্বর পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে ২৫ টি দোকান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বরাদ্দ দিয়েছে তখনকার সময়ের মেয়রের নির্দেশে। এ বরাদ্দ দেয়া ২৫ টি দোকান থেকে কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় পায় মাত্র ১ লাখ টাকা। এ উদ্যানে দোকান বরাদ্দের	সভার সভাপতি শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্পটের বিপ্লব উদ্যানের দোকান বরাদ্দের অনিয়ম সকল চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্তের কথা সভায় ব্যক্ত করেন। সভাপতি বিপ্লব উদ্যানের ইতঃপূর্বে বরাদ্দকৃত দোকানগুলোর পুনরায় নতুনভাবে নতুন চুক্তি করা হবে মর্মে ঘোষণা দেন। বিপ্লব উদ্যানে বাণিজ্যিক স্থাপনার চাইতে সবুজায়নকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সেখানে নির্মাণ করা হবে ওয়াকওয়ে। যাতে নগরবাসী অবকাশ যাপন, বিনোদন ও প্রাতঃ এবং বৈকালিক ভ্রমণ	১। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। এস্টেট অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

		নামে হরিলুট হয়েছে মর্মে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন।	বা হাঁটতে পারে।	
৭	পলিথিন বন্ধে সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপ	সভায় পলিথিন ব্যবহার বন্ধে সরকারের বন পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় চট্টগ্রাম বন্দরের সদস্য (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম পলিথিন নিষিদ্ধকরণে মাননীয় মেয়রের পদক্ষেপ কামনা করে বলেন, যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহারের কারণে কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া পলিথিনের কারণে খাল-নালা নর্দমায় পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এসময় সভাপতি ব্যবসায়ীদের সচেতন করার উদ্যোগ নিতে বলেন। এজন্য ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করা হবে বলে সভাকে অবহিত করেন। ইতঃপূর্বে বেশ কয়েকবার পলিথিন বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পলিথিন জব্দ করা হয়। পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং কেটে ফেলা হয়। তবুও পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। সভাপতি বলেন বেশিরভাগ পলিথিন আসে ঢাকা থেকে, তাই ঢাকা থেকে পলিথিন ঢুকার পথটা বন্ধ করতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি এডিসি (ট্রাফিক) এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পদক্ষেপ কামনা করেন।	সভাপতি পলিথিনের বিকল্প পাটের তৈরি ব্যাগ বা থলে ব্যবহার করতে বলেন। এসময় পূর্বে কর্পোরশেনের পক্ষ থেকে নগরের বিভিন্ন মার্কেটে পাটের তৈরি ব্যাগ সরবরাহ করা হলেও কিছুদিন পর লোকজন আর জুটব্যাগ ব্যবহার করছেনা। এর জবাবে সভাপতি মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে পলিথিনের সহজপ্রাপ্যতা বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি পলিথিন বন্ধে কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতায় র‍্যালি আয়োজন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। সভাপতি এ অনুষ্ঠানে বন পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সৈয়দা রিজোয়ানা হাসানকে আমন্ত্রণ জানাবেন। সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ফোনালাপে পরিবেশ উপদেষ্টা চট্টগ্রামে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।	১। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশেন ২। নগর পরিকল্পনাবিদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশেন
৮	ময়লা আবর্জনা সংরক্ষণে সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন:	ময়লা আবর্জনা সংরক্ষণে সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন নিয়ে আলোচনা হলে পতিত বা খাস জমির প্রয়োজন	সভাপতি সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন (এসটিএস) স্থাপনে চট্টগ্রাম জেলাপ্রশাসন, গণপূর্ত, রেলওয়ে ও সংশ্লিষ্ট	১ । প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

		বলে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন। এসময় প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী কাতালগঞ্জে গণপূর্তের জায়গা, কর্ণফুলী বাজারের পাশে রেলওয়ের জায়গা, মহেশখালের পাশে পুলিশ প্লাজার পিছনের জায়গায় সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা গেলে ভালো হবে বলে সভাকে অবহিত করেন।	মন্ত্রণালয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পত্র দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের সাথে সভাপতি আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা নিবেন মর্মে সভাকে জানান।	
৯	প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনাঃ	প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের হলেও আজ তা বেহাত হওয়ায় সভাপতি এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা ফিরে পেতে চান। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয় করা হয়েছে কর্পোরেশনের অর্থায়নে। সভাপতি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কাজে কর্পোরেশন থেকে মোট কত টাকা দেয়া হয়েছিল তা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট জানতে চান। প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে আনুমানিক মোট ৪৭ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে বলে সভাপতিকে অবহিত করেন।	প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে কর্পোরেশন থেকে কতো টাকা দেয়া হয়েছিল তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-কে সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সভায় প্রদানের জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	১। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ২। এস্টেট অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
১০	বন্দর থেকে ১% সার্ভিস চার্জ আদায়:	সভাপতি জানান, নগরীর সমস্ত সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের। বাংলাদেশের প্রাণ চট্টগ্রাম বন্দরের সকল ভারি যানবাহন, ট্রেইলার, লরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেনের সড়ক ব্যবহার করে চলাচল করে। ফলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশেনকে বন্দর ব্যবহার কারীদের উপযোগী করে সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা লাগে। কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় থেকে এ ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য। তাই	চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য খাতে ১% সার্ভিসচার্জ রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য খাতে ১% সার্ভিস চার্জ আদায়ে বন্দরের সদস্য (অর্থ) এর সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানের সাথে সভাপতি আলোচনা করবেন। এ বিষয়ে চিটি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ২। সচিব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

		চট্টগ্রাম বন্দরের নিকট হতে ১% সার্ভিস চার্জ দাবি করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। উক্ত সার্ভিস চার্জের অর্থ চট্টগ্রাম উন্নয়নখাতে ব্যয় করা হবে।		
১১	যানজট নিরসন সর্ম্পকে আলোচনাঃ	নগরের যানজট নিরসণ নিয়ে আলোচনা হলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ও বাস-মালিক চালকদের নিয়ে সমন্বয় সভা আয়োজন করার প্রস্তাব করেন দক্ষিণের এডিসি (ট্রাফিক) জনাব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। এসময় কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভার সদস্য সচিব রোডসাইন স্থাপনে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	সভাপতি রোডসাইন স্থাপনে মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ও কর্পোরেশনকে আগ্রহী বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে বলেন। রোডসাইনে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক ও জনসচেতনতামূলক বাক্য লিখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) প্রকৌশল বিভাগ
১২	এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নিয়ে আলোচনা	এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে কি ধরণের যান চলাচল করতে পারবে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আয়তন ১৫.২ কি.মি বলে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী এ এ এম হাবিবুর রহমান সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, এ প্রকল্পের অধীনে এক্সপ্রেসওয়ের ১৪ টি র‍্যাম্পের মধ্যে ৫ টি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে না। ৯টির মধ্যে ৪টির নির্মাণকাজ ইতোমেধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি র‍্যাম্পের কাজ চলমান আছে। সভাপতি চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে কী কী যানবাহন চলাচল করতে পারবে তা নির্ধারণে সিডিএ প্রতিনিধিদের নির্দেশনা দেন।	সভাপতি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ডিভাইডারে সবুজায়নের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	১। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২। নগর পরিকল্পনাবিদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

<table>
<tr><td>১৩</td><td>নাগরিকসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪১ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মানি প্রদান নিয়ে আলোচনা</td><td>পূর্বে নাগরিকসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪১ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলরদের প্রতি মাসে সম্মানি বাবদ ৪০,০০০/- (চল্লিশ) হাজার ও অফিস খরচ বাবদ ৮,০০০/- (আট) হাজার টাকা প্রদান করা হতো। সেই মতে বর্তমানে ওয়ার্ডের অতিরিক্ত দায়িত্বরত কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে সম্মানি প্রদানের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।</td><td>আলোচনান্তে ৪১ ওয়ার্ডের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওয়ার্ড প্রতি সম্মানি বাবদ প্রতি মাসে ১০,০০০/- (দশ) হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদানের দিন হতে বকেয়া সহ প্রতিমাসে এ ভাতা বেতনের সাথে প্রাপ্য হবেন।</td><td>১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২। সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা সমন্বয় ও সমতাকরণঃ</td><td colspan="3">সকল দৈনিক ভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নির্ধারিত বেতন কাঠামোর মধ্যে আনার জন্য অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন সমন্বয় ও সমতাকরণ সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবের আলোকে নিম্নোক্ত মতে ০১/০৭/২০২৪ তারিখ হতে বেতন সমতাকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখিত তারিখ হতে ভূতাপেক্ষ অপরিশোধিত অর্থ বকেয়া হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
<table>
<tr><th>শ্রেণি</th><th>পদের ধরণ</th><th>চাকরিকাল ৫ বছরের উর্ধ্বে হলে প্রস্তাবিত বেতন</th></tr>
<tr><td rowspan="7">১ম</td><td>আইটি কো-অর্ডিনেটর</td><td>৩৪০০০/-</td></tr>
<tr><td>পরিচালক (কম্পিউটার ইনস্টিটিউটি)</td><td>৩১০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রভাষক</td><td>২৯৫০০/-</td></tr>
<tr><td>মেডিকেল অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য</td><td>২৯৫০০/-</td></tr>
<tr><td>সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ ও অন্যান্য</td><td>২৮০০০/-</td></tr>
<tr><td>ইনস্ট্রাকটর</td><td>২৩৫০০/-</td></tr>
<tr><td>উপ সহকারী প্রকৌশলী</td><td>২১৫০০/-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">২য়</td><td>সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক</td><td>২১৫০০/-</td></tr>
<tr><td>জুনিয়র ইন্সট্রাকটর</td><td>১৯৫০০/-</td></tr>
<tr><td>সিনিয়র স্টাফ নার্স</td><td>২১৫০০/-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">৩য়</td><td>নিরাপত্তা কর্মকর্তা</td><td>২৩০০০/-</td></tr>
<tr><td>নার্স</td><td>২০০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্যাথলজী টেকনিশিয়ান</td><td>১৮৫০০/-</td></tr>
<tr><td>অফিস সহকারী,ক্যাশিয়ার ও অন্যান্য পদ</td><td>১৮৫০০/-</td></tr>
<tr><td>ড্রাইভার (ভারী)</td><td>২১০০০/-</td></tr>
<tr><td>ড্রাইভার (হালকা),মিস্ত্রি, মেকানিক)</td><td>১৮৫০০/-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৪র্থ</td><td>ইমাম/মুয়াজ্জিন/খাদেম</td><td>১৫৬০০/-</td></tr>
<tr><td>৪র্থ শ্রেণির সকল পদ (সকল অফিস সহায়ক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও অন্যান্য) ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক</td><td>১৫৬০০/-</td></tr>
</table>
উপরোক্ত পদসমূহে বর্ণিত কর্মচারীগণ ০১/০৭/২০২৪ তারিখ থেকে নির্ধারিত হারে বেতন প্রাপ্য হবেন। এক্ষত্রে উল্লেখিত তারিখ হতে অপরিশোধিত অর্থ বকেয়া হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।</td></tr>
</table>

		• অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত সকল গাড়িচালকগণ গাড়ি ব্যবহারকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনসহ প্রকৃত কাজের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত খাটুনির ক্ষেত্রে ঘন্টা প্রতি ৮০/- (আশি) টাকা হারে মাসিক সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) ঘন্টা ওভারটাইম প্রাপ্য হবেন। • চট্টগ্রামি সিটি কর্পোরেশনের নানাবিধ চিঠিপত্র জারিকৃত কাজে নিয়োজিত বহিঃবিভাগীয় বার্তাবাহকগণ বিআরটিএ এর নির্ধারিত বাস ভাড়া হিসেবে প্রতি কি.মি. ৫/- টাকা হারে মাসিক সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন। • জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড ১১ নং হইতে ২০ গ্রেডের কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ২০০ (দুইশত) টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হবেন। • চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীন ফোরকানীয়া মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকগণ মাসিক সম্মানী বাবদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা প্রাপ্য হবেন।		
১৫	বিবিধ আলোচনা: ১) স্থায়ী কমিটি গঠন:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনায় ১৪ টি স্থায়ী কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের (সিটি কর্পোরেশন) আইন আছে। উক্ত আইনের নিয়মানুযায়ী ১৪ টি স্থায়ী কমিটি গঠন করে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি ও সভাকে অবহিত করেন। স্থায়ী কমিটি গঠন করা গেলে কর্পোরেশনের সার্বিক কাজে আরো গতি ফিরবে বলে আশা করা যায়।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ২। সচিব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ৩। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ৪। এস্টেট অফিসার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
১৬	২) নগর এলাকা বর্ধিতকরণ :	বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪১ টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। কিন্তু এসব ওয়ার্ডের বাইরে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। তাই ইত:পূর্বে সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড বর্ধিত করণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের ধারবাহিকতায় সিটি কর্পোরেশনকে সাবলম্বী করার জন্য সদস্য সচিব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সীমানা বর্ধিত করতে সভাপতিকে উদ্যোগ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান।	সভাপতি বলেন, নগরবর্ধিতকরণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।	

১৭	কর্পোরেট সিমসহ মোবাইল প্রদান:	মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, বিভিন্ন ওয়ার্ডে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব এবং সহকারী একান্ত সচিবগণকে কর্পোরেট সীম সহ মোবাইল সেট প্রদান করা হলে দাপ্তরিক যোগাযোগ সহজতর হবে মর্মে আলোচিত হয়।	সভায় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, বিভিন্ন ওয়ার্ডে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব এবং সহকারী একান্ত সচিবগণকে আনুমানিক ৩০,০০০ টাকার মধ্যে কর্পোরেট সিমসহ মোবাইল সেট নেজারত শাখার মাধ্যমে ক্রয় করে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পাশাপাশি উল্লেখিত সীম এর জন্য প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে নেজারত থেকে রিচার্জ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই ধরনের চাহিদা সৃষ্টি হলে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে পরবর্তী ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।	

পরিশেষে সভাপতি চট্টগ্রামকে গ্রীণ ক্লিন ও হেলদি সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১-১১-২৪

(ডা. শাহাদাত হোসেন)
সভাপতি
ও
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.০৬.০০০.২৪ ১৫৬৪ তারিখ : ২৩.১২.২৪

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সদস্য অতিরিক্ত যুগ্মকমিশনার/, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৩। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৪। সদস্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৫। সদস্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম জেলা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৭। মহ্যব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)- সদস্য
৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর- সদস্য
৯। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর- সদস্য
১০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য
১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য

১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য, চট্টগ্রাম বিভাগ- সদস্য
১৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড- সদস্য
১৪। তত্ত্বাবধায়ক/নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ- সদস্য
১৫। প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স- সদস্য
১৬। প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর- সদস্য
১৭। প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর- সদস্য
১৮। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ (টিএবিআইডব্লিউ) পরিবহন কতৃপক্ষ- সদস্য
১৯। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা- সদস্য
২০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা- সদস্য

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
২। বিভাগীয় প্রধান (সকল)..... বিভাগ
৩। আইন কর্মকর্তা/ ম্যাজিস্ট্রেট
৪। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)..... শাখা/অঞ্চল
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ),প্রকৌশল বিভাগ
৬। জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার, জনসংযোগ শাখা, সচিবালয় বিভাগ
৭। মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী
৮। জনাব ....., চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৯। অফিস কপি

সচিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন